যুগান্তর

তারিখ ... 22 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

মানহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বাড়াতে হবে

অনলাইনে উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, দেশে বিদ্যমান সাড়ে চার হাজার উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও মাদ্রাসার মধ্যে সাড়ে সাতশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন পড়েছে মাত্র ২০টি করে অথবা তারও কম। ৪৮টি প্রতিষ্ঠানে একটি আবেদনও পড়েনি। এতে বোঝা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানের মান এতই খারাপ যে পারতপক্ষে কেউ এগুলোয় ভর্তি হতে চায় না। প্রশ্ন হল, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি আদৌ চলতে দেয়া উচিত? কারণ এগুলোর পেছনে সরকারের অপচয়ই কেবল বাড়ছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর পেছনে সরকার এমপিও বাবদ বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। উল্লেখিত সাড়ে সাতশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি এমপিওভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে বছরে গচ্চা যাবে কমপক্ষে ১২৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা। উল্লেখ্য, সাধারণত একটি কলেজকে স্বীকৃতি, বিশেষ করে এমপিও পেতে হলে অন্তত ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে মানহীন প্রায় আটশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সরকারকে একটি সিদ্ধান্তে আসতেই হবে। এভাবে চলতে দেয়া যায় না।

এবার ঊর্ধ্ব পাসের হার সত্ত্বেও এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় দেশের ৫৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করতে পারেনি। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। গত বছর এমন প্রতিষ্ঠান ছিল ৪৭টি, এর আগের বছর ২৪টি। খতিয়ে দেখা গেছে, তিন বছর ধরে শতভাগ ফেল করা ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ার কারণেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। আগে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও সাময়িক স্থগিত রাখা হতো। কিন্তু গত তিন বছর ধরে কেবল শোকজের মধ্যেই প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে। এই যদি হয় শাস্তির নমুনা, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন হবে কীভাবে? মনে রাখা প্রয়োজন, এসএসসি ও এইচএসসির ফল প্রকাশের পর সারা দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনেকেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছে না। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নিলেই বোঝা যায়, জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বাড়লেও শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই বিষয়টি সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে এবং দৃষ্টি দিতে হবে শিক্ষার সার্বিক মান বৃদ্ধিতে।